



228933 - যবে ব্যক্ত কুরআনে কছি অংশ মুখস্থ কবে ভুলে গেছে তার কী করণীয়

প্রশ্ন

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনে মুখস্থকৃত অংশে কছি ভুলে যায় এবং তওবা করে; তার তওবা কবুলে জন্য কী ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনঃপাঠ করা অপরহির্য। যদি সটো অপরহির্য হয় তাহলে এখান থেকে ওখান থেকে বক্ষিপ্তভাবে মুখস্থকৃত অংশগুলো সে ব্যক্তি কভাবে পুনঃপাঠ করবে; যগুলো স্থান তার মনে নহে। তবে, যে সূরাগুলো পূর্ণাঙ্গভাবে মুখস্থ করেছে সেগুলো পুনঃপাঠে ক্ষেত্রে সমস্যা নাই। এমতাবস্থায় অনতবিলম্বে পুনঃপাঠ করা কী তার উপর ফরজ; নাকি দীর্ঘ ময়াদে, অবসর সময়ে পুনঃপাঠ করলেও চলবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এক:

নঃসন্দহে কুরআন অধ্যয়ন করা, তলোওয়াত করা ও মুখস্থ করা উত্তম নকীর কাজ। কুরআন ভুলে যাওয়ার আশংকা রোধ করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়িমতি কুরআন পড়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। অর্থাৎ মুখস্থকৃত অংশ নয়িমতি পুনঃপাঠ করা ও বারবার তলোওয়াত করা। অন্যদিকে কুরআন ভুলে যাওয়া গ্রহণিত কাজ। কারণ এতে আল্লাহর কতিব থেকে মুখ ফরিয়ে নেয়া ও এ কতিবকে পরহির করার আলামত পাওয়া যায়।

দুই:

কুরআন ভুলে যাওয়ার হুকুম কী এ ব্যাপারে আলমেগণ মতানকৈয় করছেন: কটে বলেন: কুরআন ভুলে যাওয়া কবরি গুনাহ। কোন কোন মতে, গুনাহর কাজ; তবে কবরি গুনাহর পর্যায়ে পৌঁছবে না। কারো কারো মতে, এটি এমন একটি মুসবিত যা বান্দার অন্তর ও দ্বীনদারকে আক্রান্ত করে। এর ফলে বান্দার কোন কোন আমলের উপর আল্লাহর শাস্তি নামতে পারে। যদিও এটি কবরি গুনাহ নয় বা পাপ নয়। এ মাসয়ালায় এটি সর্বাধিক অগ্রগণ্য অভিমত।

কনিতু, কোন হাফযে কুরআন এর জন্য কুরআন তলোওয়াতে গাফলত করা কথিবা নয়িমতি তলোওয়াতে অবহলো করা সমীচীন হয়। বরং হাফযে কুরআনের উচ্চতি সওয়াবের আশা নিয়ে দনৈকি নরিদষ্টিট একটি পরিমাণ তলোওয়াত করা; যাতে করে সে তার তলোওয়াত ধরে রাখতে পারে, ভুলে না যায় এবং কুরআনের হুকুম-আহকাম থেকে উপকৃত হতে পারে।



তনি:

কুরআনের কছি অংশ ভুলে যাওয়া কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কারণে ঘটতে থাকে। কুরআন পড়া ছড়ে দেয়ার কছি কছি রূপ অন্য কছি রূপে চয়ে জঘন্য। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) ‘আল-ফাওয়াদে’ নামক গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৮২) বলেন: তবে কুরআন থেকে মুখ ফরিয়ে নয়ো ও কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কছি নিয়ে ব্যস্ত থাকার কারণে কুরআন ভুলে যাওয়া মুসবিত। সওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়ার সাথে সাথে এ মুসবিতের কারণে আরও অনেকে মুসবিত সৃষ্টি হয়।

যে ব্যক্তি কুরআনের কছি অংশ মুখস্থ করার পর ভুলে গেছে তার জন্য নমিনোকত উপদেশে:

- যে সূরাগুলো মুখস্থ ছিলি সগুলো পুনঃ পুনঃ পাঠ করা; যাতে দ্বিতীয়বার সগুলোকে মজবুতভাবে মুখস্থ করে নতি পাবে।
- পুনঃপাঠ নিয়মতি অব্যাহত রাখা; যাতে পুনরায় ভুলে না যায়।
- একজন দক্ষ শাইখের কাছে মুখস্থ ও পুনঃপাঠ চালু রাখা।
- কুরআন শরীফের বড় বড় যসেব অংশ মুখস্থ করছে যমেন পারা ও হযিব ইত্যাদি; সগুলো পুনঃপাঠ করা এবং সম্পূর্ণ সূরা মুখস্থ করার চেষ্টা করা। এভাবে পূর্ববে মুখস্থকৃত অংশ পুনঃপাঠ করা ও মুখস্থকৃত অংশ পুনরুদ্ধার করার প্রক্রিয়া তাকে গোটো সূরাটি মুখস্থ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে।
- পক্ষান্তরে, কুরআনের ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করে ভুলে গেছে যমেন- দুই আয়াত বা তনি আয়াত ইত্যাদি সগুলো নিয়ে ব্যস্ত হবে না এবং সগুলো থেকে যা ভুলে গেছে সসেব অংশ স্মরণ করার কষ্ট করা দরকার নই।

যমেনটি ইতপূর্ববে উল্লেখ করছে তার উচতি সূরা ও বড় বড় অংশগুলো মুখস্থকরণে সচেষ্ট হওয়া। ছোট ছোট যে অংশগুলো মুখস্থ করছে এবং কছি কছি ভুলে গেছে সগুলো স্মরণ করতে না পারার কারণে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে না। ব্যক্তি নিজের নিজের অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবে। যদি কোনে পাপের কারণ হয় তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ইস্তগিফার করবে ও তওবা করবে। আর যদি অবহলো, আখরোতের প্রতি বমিখতা ও দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণে তাহলে সে ব্যক্তি আখরোত অভিমুখী হবে। কেনে আখরোতই হল- উত্তম ও স্থায়ী।

এরপর বলব, সে ব্যক্তির উচতি অনতবিলম্ববে ভুলে যাওয়া অংশগুলো পুনরায় মুখস্থ করে নয়ো। উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করলে হমিমত পাবে; আর বলিম্ব করলে ও চলিমি দিলি জড়তায় পাবে।

ইবনুল মুবারক (রহঃ) আল-যুহদ নামক গ্রন্থে (১/৪৬৯) ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করনে যে, তনি বলেন: “এ অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছিটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানের সময় ছাড় দাও।”।



কোন সন্দেহে নহে যে ব্যক্তি কুরআনকে হারিয়ে ও ভুলে গিয়ে নিজের দুর্বলতা ও অপরাধবোধ অনুভব করছে এবং কতিবে পুনরায় মুখস্থ করা যায় সে বিষয়ে জানতে চাচ্ছে এটি তার অন্তররে গাফলতি থেকে জগে উঠার আলামত। এই যার অবস্থা তার উচতি অনতবিলিম্বে পুনরায় মুখস্থ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া; দরৌ না করা। এ ক্ষতেরে সে যদি তার প্রচুর ব্যস্ততা, দায়দায়তিব ও পরবিারকে সময় দেয়ার কারণে শুধু অবসর সময় ছাড়া অন্য কোন সময় পুনঃপাঠ করার সুযোগ না পায় তাতেও কোন অসুবধি নহে।

আল্লাহই ভাল জাননে।